রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ২৬, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৬ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৭.১২৬—জনপ্রিয় গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব লাকী আখান্দ্ গত ২১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর।

২। জনাব লাকী আখান্দের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১১ বৈশাখ ১৪২৪/২৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ১১ বৈশাখ ১৪২৪ / ২৪ এপ্রিল ২০১৭

জনপ্রিয় গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব লাকী আখান্দ্ গত ২১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর।

লাকী আখান্দ্ ১৯৫৬ সালের ১৮ জুন ঢাকার আরমানিটোলায় জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি সঙ্গীতে হাতেখড়ি নেন তাঁর বাবার কাছে। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত টেলিভিশন এবং রেডিওতে শিশুশিল্পী হিসাবে বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত অংশ নেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে লাকী আখান্দ্ এইচএমভি পাকিস্তানের সুরকার এবং ১৬ বছর বয়সে এইচএমভি ভারতের সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনপ্রিয় এই সঙ্গীতশিল্পী একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে যোগদানের মাধ্যমে। কিংবদন্তি এই সঙ্গীতশিল্পীর সুরারোপিত গান মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশে সঙ্গীতের নতুন ধারা প্রবর্তনের লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন বিশিষ্ট এই শিল্পী।

আশির দশকে দেশের সঙ্গীতাঙ্গনে লাকী আখান্দ্-এর অবস্থান ছিল সুউচ্চ। ১৯৮৪ সালে সারগামের ব্যানারে খ্যাতিমান এই কণ্ঠশিল্পীর প্রথম একক অ্যালবাম প্রকাশিত হয় যা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁর বিশেষখ্যাত কিছু গানের মধ্যে 'স্বাধীনতা তোমাকে নিয়ে', 'এই নীল মণিহার', 'আবার এলো যে সন্ধ্যা', 'কবিতা পড়ার প্রহর এসেছে', 'আমায় ডেকো না', 'আগে যদি জানতাম', 'মামনিয়া', 'লিখতে পারি না কোনো গান', 'রীতিনীতি জানি না' ইত্যাদি শ্রোতাদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে। তিনি দেড় হাজারেরও বেশি সংখ্যক গানে সুরারোপ করেন। বাংলা গানে এক নতুন ধারার সূচনা করেন মহান এই শিল্পী। ১৯৮০ সালে সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী পরিচালিত 'ঘুড্ডি' চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

জনাব লাকী আখান্দের মৃত্যুতে দেশের সঙ্গীতাঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা। দেশ হারাল এক সৃজনশীল সঙ্গীতজ্ঞকে।

মন্ত্রিসভা জনাব লাকী আখান্দের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd